ইত্তেফাক

032

তারিখ ...12 DEC 1985...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯২

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বই খোয়া যাওয়ার সংবাদ আবারো প্রত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আগের বারে খোয়া যাওয়া বই-এর সঠিক পরিমাণ জানা যায় নাই। তবে এবার যে পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে ১৮ হাজার ৭ শত ৮৫। বিষয়টি যে উদ্বেগের, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। পেটের অন্ন সংস্থান করিতেই যেখানে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়, সেখানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করার অবকাশ কতটুকু। অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে গ্রন্থাগারের সাহায্য ছাড়া অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং গ্রন্থাগারে বই-এর অপ্রতুলতা, বই চুরি বা খোয়া যাওয়ার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি ছাড়া উপলব্ধি করা কঠিন।

পরিতাপের বিষয়, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনাটি দীর্ঘদিন যাবৎ ঘটিয়া আসিতেছে। একের পর এক মূল্যবান বইপত্র চুরি ও খোয়া যাইতেছে অথচ এই চুরি বা খোয়া যাওয়ার ঘটনা রোধ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণে যেন দ্বিধান্বিত। মাঝেমধ্যে কৈফিয়ত হিসাবে তাঁহারা বলেন যে, যোগ্য লোকের অভাবে প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদটি পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ১৪ বছর যাবৎ সম্ভবতঃ সাবেক গ্রন্থাগারিকের অবসর গ্রহণের পর হইতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদটি শূন্য। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা এই মর্মে এক তথ্য প্রদান করিয়াছেন যে, গ্রন্থাগারের বইপত্রের 'স্টকটেকিং' করিতে হইলে নাকি তাহার জন্য অন্ততঃ তিন মাস গ্রন্থাগার বন্ধ রাখিতে হইবে। প্রশ্ন জাগে, বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বইপত্রের 'স্টকটেকিং'-এর সময়ও কি গ্রন্থাগার এইভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়? যদি তর্কের খাতিরে উক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সত্য বলিয়াও ধরা হয়, তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই বক্তব্য কতখানি প্রযোজ্য। যে বিশ্ববিদ্যালয় বছরে ৬ মাসও খোলা থাকে না; সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কর্তৃপক্ষকে একনাগাড়ে ৩।৪ মাস কি তদপেক্ষা বেশী সময়ের জন্য ঘোষণা দিয়া বিশ্ববিদ্যালেয়ের ক্লাস বন্ধ করিয়া দিতে হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্হাগারের প্রয়োজনীয় 'স্টক টেকিং'-এর জন্য সময়ের অভাব, এই বক্তব্য কতদূর ধোপে টেকে?

কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি একান্ত জরুরী তাহা হইতেছে, কিভাবে গ্রন্হাগারের বইপত্র খোয়া যায়? এর জন্য ছাত্র-শিক্ষকরাই কি দায়ী, নাকি গ্রন্হাগারের কর্মচারীরা? অথবা কি দায়ী গ্রন্হাগার পরিচালনায় আধুনিক প্রথা-পদ্ধতির অভাব? বলাবাহুল্য, গ্রন্হাগারের বই খোয়া যাওয়ার জন্য ইহার যে কোনটা দায়ী হইতে পারে। অথবা দায়ী হইতে পারে সব কয়টিই। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই খোয়া গেলে ধরা পড়ে। কেননা তাহাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বাহ্নে গ্রন্হাগারের ক্লিয়ারেন্স লাগে। অধ্যাপকদের বেলায় কি ব্যবস্থা তাহা আমাদের জানা নাই। তবে এমন শিক্ষকের সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্ত কম নাই, যাহারা বাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা রাখিয়া তাহা দেখার প্রধান দায়িত্বটি মাসের পর মাস ভুলিয়া থাকেন এবং তদ্দরুণ অপেক্ষমাণ ছাত্রী-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। এই শ্রেণীর শিক্ষকের হাতে গ্রন্হগারের বইপত্র তাহাদের অজ্ঞাতেই পড়িয়া থাকা বিচিত্র নয়। বই খোয়া যাইতে পারে কর্মচারীদের হাতেও। তবে গ্রন্হাগার পরিচালনায় আধুনিক কর্ম-কৌশলের অভাবসহ একজন স্থায়ী গ্রন্হাগারিকের অভাব যে এই সমস্যার জন্য সবচাইতে বেশী দায়ী, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই দিকটি অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে।